সমকাল

তারিখ . . 07 OCT 2016 . . .
পৃষ্ঠা ৬ . . . কলাম . . . ২ . . . . .

শতবর্ষী মাটির স্কুলঘর!

■ নবীউর রহমান পিপলু, *নাটোর*

একশ' চার বছর আগে রাজা রমণীকান্ত রায় মাটি দিয়ে একটি স্কুলঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। টিনের চালার এই স্কুলঘরের বৈশিষ্ট্য কোনো জানালা নেই। ঘরের দু'পাশেই রয়েছে দরজা ও বারান্দা। মোট ৪৮টি দরজা রয়েছে মাটির তৈরি শতবর্ষী এই স্কুলঘরে। এখন সেই রাজাও নেই, নেই জমিদারি প্রথাও। তবে ওই স্কুলঘরটি এখনও দাঁড়িয়ে থেকে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন জানান দিয়ে যাচ্ছে। নাটোরের সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম জমিদার বাড়ি সংলগ্ন স্কুলটি ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। নিভৃত পল্লী এলাকার শতবর্ষী এই চৌগ্রাম হাইস্কুলের ইতিহাস যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বৃহৎ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কিয়দংশ তৈরির কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক প্রথিতযশা গুণী ব্যক্তিত্ব এই স্কুল থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। রাজা রমণীকান্ত হিন্দু-মুসলিম প্রজাদের ছেলেমেয়েদের

সিংড়া চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়। ইনসেটে- মাটির তৈরি স্কুল ভবন ■ সমকাল

জন্য নির্মাণ করেন এই চৌগ্রাম স্কুল। ১৯০৩ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে স্কুলটি নির্মাণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯১৩ সালে স্কুলটি তৎকালীন কলিকাতা বোর্ডের কাছে থেকে স্বীকৃতি পায়, যা এখন চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ নামে পরিচিত। স্কুলের জন্য পাকা ভবন থাকলেও তারা মাটির ঘরেই পাঠদানে ও ক্লাস করে স্বচ্ছন্দবোধ করেন। সহকারী শিক্ষক ইসরাত মোরসালিন জানান, স্কুলটি মাটির তৈরি হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন। তবে স্কুলটি ১০৪ বছর আগে নির্মিত হলেও এখনও জাতীয়করণ করা হয়নি। এটিই তাদের দুঃখ। সহকারী প্রধান শিক্ষক এরশাদুল ইসলাম জানান, স্কুলটি নির্মাণের একশ' বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো সংস্কার করা হয়নি। ঐতিহ্য ধরে রাখতে বেশ কয়েকটি ক্লাস মাটির ঘরেই নেওয়া হয়। স্কুলটি কলেজ হিসেবে চালু হলেও শিক্ষার্থীরা এই মাটির ঘরেই ক্লাস করতে বেশি আগ্রহ দেখায়। শিক্ষকদেরও আগ্রহের কমতি নেই।